বর্ষ-০১, সংখ্যা ৬ | ২৪ আগষ্ট ২০২০

আত্মপ্রত্যয়

যশোর অঞ্চল-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বাসা নং: ২৯০, ব্লক-সি, নতুন উপশহর, যশোর
https://www.facebook.com/thpbjes
০১৭১২৬২১৩২৩/০১৭১১০৪৮৮৯৭

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক: মোঃ খোরশেদ আলম
নির্বাহী সম্পাদক: অধীশ দাশ
বিশেষ কৃতজ্ঞতায়:
মোঃ হেলাল উদ্দীন
মোঃ গিয়াস উদ্দীন
মোঃ মাসুদ পাভেজ

ডুমুরিয়া উপজেলায় বৃক্ষরোপনের সংখ্যাতাত্ত্বিক চিত্র-

সাহস-১৯৭৭ টি
শোভনা-১৯৩৪ টি
মাগুরখালী-১৯৯৩ টি
খর্নিয়া-২০০৫ টি
রুদাঘরা-২১৫১ টি
রঘুনাথপুর-২১৮৬ টি
রংপুর-২২৮৬ টি

সম্পাদকীয়: বৃক্ষ মানুষের পরম ও প্রকৃত বন্ধু। দেশের ছোট-বড় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, রেললাইন ও, সরকারি-বেসরকারি অফিস, রাস্তার দুই পাশে, পতিত ও খাস জমিতে, উপকূলীয় এলাকায়, গৃহস্থালির আঙ্গিনায় ও বাড়ির ছাদসহ অন্যান্য জায়গায় ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। দরকার শুধু চেষ্টা ও রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ উদ্যোগ। প্রাকৃতিক বন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি সামাজিক ও গৃহস্থালি বনায়নের প্রতি আরও জোর দিতে পারলে বনভূমির পরিমাণ ২৫ শতাংশে আনা অসম্ভব নয়। ডুমুরিয়া উপজেলার একদল স্বেচ্ছাব্রতীদের বৃক্ষরোপন প্রচারাভিযানের তথ্য ও ছবি নিয়ে এবারের '**আত্মপ্রত্যয়**'-এর ষষ্ঠ প্রকাশ। আসুন, প্রত্যেকে সাধ্যমত গাছ লাগায়।

প্রকাশনায়:
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ
যশোর অঞ্চল

ডুমুরিয়া উপজেলায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি - তারুণ্য আজ শেকড়ের সন্ধানে

'অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ'।

"মুজিব বর্ষের আহ্বান, লাগাই গাছ বাড়াই বন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২৭ জুলাই থেকে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সাতটি ইউনিয়নে বৃক্ষরোপন ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে।

রুদাঘরা, রঘুনাথপুর, রংপুর, সাহস, মাগুরখালি, শোভনা ও খর্ণিয়া ইউনিয়নে একযোগে গ্রাম উন্নয়ন দল, ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক ফোরাম, নারী নেত্রী, উজ্জিবক, সুজন ও গ্রাম ভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের উদ্যোগে তিন মাস ব্যাপী বৃক্ষরোপন ক্যাম্পেইনের শুভ সূচনা করা হয়। উপজেলার সাতটি ইউনিয়নে মোট সত্তরটি ভিডিটিতে এই কাজটি এখনও চলমান রাখা হয়েছে। বৃক্ষরোপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন দলে কমপক্ষে এক হাজার বৃক্ষ রোপনের অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। তারা আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, প্রতিটি গ্রামে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার বিপরীতে তারা ঐ পরিবারকে একটি গাছের চারা উপহার দিবেন, এছাড়া কারও জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানেও তারা সবাইকে গাছের চারা উপহার স্বরূপ বিতরণ করবেন।

বর্তমান সময়ে এসে আমেরা দেখছি বৃক্ষ নিধনের ফল স্বরূপ বজ্রপাতের হার আগের চেয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকরা বর্ষার শেষে উপজেলা ব্যাপী মোট এক লক্ষ তালবীজ রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই ক্যাম্পেইনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সাতটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিটি ইউনিয়নে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ মিলে মোট এক হাজার করে গাছের চারা প্রদান করবেন। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবকদের আয়োজনে ও অংগ্রহণে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টে-বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ভিডিটিতে ৪৫টি করে মোট তিন হাজর একশত পঞ্চাশটি লেবুর চারা অতিদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয় যাতে করে তারা তাদের পরিবারের ভিটামিন সি এর চাহিদা পূরণ করতে পারে।

ডুমুরিয়ার সকল স্বেচ্ছাসেবকদের চাওয়া, আবার আমাদের স্বদেশ বৃক্ষ আর সবুজে ভরে উঠুক। ফুল, ফল আর গাছ জুড়ে শোভিত হোক শত সহস্র পাখি। চারিদিক মুখরিত হোক তাদের কলতানে।

যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন—

- **সাহস ইউনিয়ন**

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শেখ জয়নাল আবেদিন, ইউপি সচিব মোঃ ফারুক হোসেন, ইউপি সদস্য মুসলিমা বেগম, আফরোজা বেগম, শফিকুল, মোঃ নূরমোহাম্মদ, মহিউদ্দিন শেখ, জাহিদ শেখ, ইউনিয়ন ফোরাম সভাপতি নার্গিস হোসেন, ভিডিটি মেম্বার নাছিমা ইসলাম, শামিমা আক্তার, লিপী বেগম নার্গিস পারভিন এবং ইয়ুথ সদস্য আজিম মোল্ল্যা , মিঠু খান, আব্দুর রহিম ও আলামিন প্রমুখ।

- **শোভনা ইউনিয়ন**

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান বাবু সুরঞ্জিত কুমার বৈদ্য, ইউপি সচিব জনাব এইচ এম বাবলু রহমান, ইউপি সদস্য শেখর চন্দ্র মল্লিক, কাদের শেখ, প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ মোস্তাজ গাজী, দেবব্রত সরদার, ইউনিয়ন ফোরাম সভাপতি জনাব শ্যামল মল্লিক, সহ সভাপতি রেবেকা আফরোজ, ভিডিটি থেকে শাহারা বানু, নাছিমা বেগম, প্রশান্ত সরকার, প্রমিলা সরকার, শ্যামল মল্লিক, লক্ষন মল্লিক, সেলিনা বেগম, রেশমা বেগম, রেবেকা আফরোজ, মোঃ জলিল শেখ, সেবক মন্ডল, গনেশ মন্ডল, হীরা খাতুন, মালা বেগম, মহেন্দ্র নাথ তরফদার, নির্মল মন্ডল, বিকাশ মন্ডল, দেবপ্রসাদ ঢালী। ইয়ুথ সদস্য লিংকন গাইন, তনুশ্রী মল্লিক, জিল্লুর খান, বুলবুল খান, তোজাম্মেল শেখ, নাছিম শেখ, ইমরান শেখ, কৃষ্ণ পদ মন্ডল, টুম্পা মন্ডল , লিলি মন্ডল, ফরহাদ হোসেন, কাজল, দীপ, প্রমুখ।

- **মাগুরখালী ইউনিয়ন**

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বাবু বিমল কৃষ্ণ সানা, ইউপি সচিব দেলোয়ার হোসেন, ইউপি সদস্য বাবু ভবেন্দ্রনাথ বালা, বাবু সুনিল মন্ডল, বাবর আলী গাজী, অনিমা মন্ডল, স্বরস্বতী মন্ডল, প্রসাদ মন্ডল, সুভাষ মোহন্ত, স্বেচ্ছাসেবক ফোরাম সভাপতি তুষার কান্তি ঢালী, সম্পাদক মৃন্ময় মন্ডল, সবিতা বৈরাগী, রিক্তা মন্ডল, রানী হালদার, মিনতী মন্ডল, অরুন মন্ডল , চন্দনা মন্ডল, দিপংকর মন্ডল, উত্তরা সানা, প্রভাতী সানা, ঝুমুর বিশ্বাস, পলাশ বালা, পপি মন্ডল, শর্বানী মল্লিক, বিউটি মল্লিক, মৃন্ময় মন্ডল, প্রদীপ সরকার, কিংকর সরকার, সীমা মিস্ত্রী, তৃপ্তী মিস্ত্রী এবং ইয়ুথ সদস্য চয়ন রায়, চিন্ময় রায়, মিঠুন রায়, মিশন মন্ডল, মনিষা মন্ডল, নিপুন সানা, বাসুদেব মন্ডল, চন্দন মন্ডল, নুপুর মন্ডল, রিয়া বিশ্বাস, পিংকি বিশ্বাস, তুহিন মন্ডল, রাজিব মোহন্ত, রিতু গোলদার, শোভন মন্ডল, সৌরভ মন্ডল প্রমুখ।

- **রংপুর ইউনিয়ন**

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বাবু রামপ্রসাদ জোদ্দার, ইউপি সচিব মোঃ কামরুল ইসলাম, ইউপি সদস্য সঞ্জয় মল্লিক, নারায়ণ মল্লিক, নির্ঝর সরকার, অঞ্জনা মল্লিক, ইউনিয়ন ফোরাম সভাপতি বাবু আশীষ কবিরাজ, সহ-সভাপতি পারভীন আক্তার ভিডিটি থেকে দেবাশীষ মন্ডল, মমতা মন্ডল, মুরারী মোহন মল্লিক, কনিকা বৈরাগী, সুকৃতি সরকার, প্রতিভা মন্ডল, পারভীন আক্তার, রঞ্জিতা মহল দার, সুচন্দা মল্লিক, মলিনা রায় এবং ইয়ুথ সদস্য অভিজিৎ মন্ডল, সুকান্ত মন্ডল, টুম্পা বিশ্বাস, গৌতম বৈরাগী, আকাশ বৈরাগী, স্মৃতি বিশ্বাস, রিয়া বসাক, নয়ন মন্ডল, মানস মল্লিক, মিতালী রায় প্রমুখ।

- **খর্নিয়া ইউনিয়ন**

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ দিদারুল হোসেন , ইউপি মেম্বর মহাসীন, শেখ রবিউল ইসলাম, মুজিবর শেখ, সহিদ আহম্মেদ, বাসন্তি রানী, হান্নান মোল্যা, আবুল কাশেম, হজরত আলি, নিছার শেখ, ইউনিয়ন ফোরাম সভাপতি শেখ হায়দার আলী, ভিডিটি সভাপতি সাইফুল ইসলাম, নাসিমা বেগম, হালিম বাগাতী, দিদার হোসেন, মাহাবুর রহমান, ইয়ুথ সভাপতি তানজিলা খাতুন, আরাফাত ফকির, কালীদাস দেবনাথ, সুমন শেখ প্রমুখ।

- **রঘুনাথপুর ইউনিয়ন**

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ খান শাকুর উদ্দীন, ইউপি সদস্য মোঃ হক আকুঞ্জী, আরজিনা বেগম, আলহাজ গাজী মনিরুজ্জামান মনি, ইউনিয়ন ফোরাম সভাপতি এস এম মেজবাবুল আলম টুটুল, মোঃ আনোয়ার আকুঞ্জী, পলিমা আক্তার রানী, মোঃ আব্দুল হক গাজী, পাপিয়া মন্ডল, মোঃ মজনু গাজী, রাজিয়া সুলতানা এবং ইয়ুথ সদস্য মোঃ রাজিব আহম্মেদ, মোঃ শুভ, সিনথিয়া আলম মিম, মোঃ আব্দুল্লাহ মোড়ল, সাব্বির হোসেন, জনি গাজী, মেহেদী হাসান, পাপিয়া আক্তার পিয়া, সুমাইয়া সুলতানা প্রমুখ।

- **রুদাঘরা ইউনিয়ন**

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল খোকন, ইউপি সচিব উৎপল বসাক, ইউপি সদস্য- ফেরদাউস খান, সাবিনা বেগম, রবীন্দ্রনাথ মল্লিক, জাকির সরদার, আলতাফ মোড়ল, রাজু মোল্যা, সাগর সরদার, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, হাবিবুর রহমান, প্রসেনজিৎ মন্ডল, ফেরদাউস চৌধুরী, শ্রীদেবী রায়, তাজউদ্দীন কাগজী, জাহাঙ্গীর সরদার, সেলিম শেখ এবং ইয়ুথ থেকে জয়ন্ত মন্ডল, রাজু সরদার, শাহরিয়ার হৃদয় , লেনিন আক্তার, মোঃ আশিকুল্লাহ, মিতা খাতুন, রুকাইয়া খাতুন, রিপা খাতুন, প্রসেনজিৎ মন্ডল ও রেক্সোনা খাতুন প্রমুখ।

জেনে রাখি

পৃথিবীতে অনেক পরিবেশ সচেতন মানুষ আছেন, যারা বৃক্ষের উপকারিতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং পরিবেশ রক্ষায় বদ্ধপরিকর। ভারতের কেরালায় একবার বৃক্ষ কাটার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পরিবেশ কর্মীরা বৃক্ষের সঙ্গে নিজের দেহকে বেঁধে নিরাপত্তা কর্মীদের বলেছিল, বৃক্ষ কাটতে হলে আমাদেরসহ কাটা হোক। তাদের ওই সচেতন কর্মকান্ডে বৃক্ষগুলো রক্ষা পেয়েছিল। আবার বৃক্ষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ কতখানি তা বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর 'বৃক্ষের প্রাণ আছে' এই গবেষণায় এবং আবিষ্কারের মাধ্যমে বোঝা যায়। বৃক্ষের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া এ ধরনের গবেষণার কথা চিন্তাও করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই' গল্পে একটি শিমুল গাছের জন্য বলাই-এর ভালবাসা বৃক্ষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। বিলেতে থেকেও সে তার শিমুল গাছের ছবি চেয়ে চিঠি লিখেছিল তার কাকার কাছে। শিমুল গাছটা ততদিনে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ওই শিমুল গাছ বিক্রির কারণে বলাই'র কাকিমা কয়েক দিন না খেয়েও ছিলেন।

তথ্য প্রদান: সবুজ মন্ডল, গৌতম মন্ডল, রায়হান সোবহান রানা, এনামুল ইসলাম, জাকিরুল ইসলাম, সুব্রত গোলদার, রাহিদ হোসেন খান